সপ্তম কংগ্রেসের প্রস্তাবাবলী

অক্টোবর, ৩১শে - ৭ই নভেম্বর, ১৯৬৪
কলিকাতা

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি

ভূমিকা

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম কংগ্রেস ৭ই নভেম্বর কলকাতায় সমাপ্ত হল। অনেক মহলই এই দুরাশা পোষণ করছিল যে কংগ্রেসে আমরা গৃহবিরোধে বিভক্ত হয়ে যাব ; কংগ্রেস তাঁদের দুরাশার মুখে ছাই দিয়েছে। এই সব মহল রটিয়ে বেড়াচ্ছিল যে কলকাতায় সমবেত ডেলিগেটদের মধ্যে নাকি কোনো ব্যাপারে মিল নেই - একমাত্র ডাঙ্গে-চক্রের প্রতি বিরোধিতা ছাড়া। কংগ্রেসের আলোচনা ও সিদ্ধান্তসমূহ চূড়ান্ত ভাবে প্রমাণ করে দিয়েছে যে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির আশু ও ভবিষ্যৎ কর্তব্যাবলী কি হবে - এই উভয় ব্যাপারেই ডেলিগেটদের দৃষ্টিভঙ্গিতে উল্লেখযোগ্য মিল ছিল।

প্রথমত, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কর্তব্যাবলী সম্পর্কিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয় সর্বজনীন সম্মতিতে। উক্ত প্রস্তাব গ্রহণের আগে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক রিপোর্টের উপরে যে আলোচনা চলে তাতে দেখা যায় যে ডাঙ্গে-চক্র কর্তৃক অনুসৃত সংশোধনবাদী কর্মনীতি ও সাংগঠনিক পদ্ধতি সম্পর্কে এবং তাঁদের সঙ্গে চূড়ান্ত সম্পকৃচ্ছেদের ও কমিউনিস্ট আন্দোলন থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করার আবশ্যকতা সম্পর্কেই যে ডেলিগেটদের মতৈক্য রয়েছে, কেবল তাই নয়, সেই সঙ্গে দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মূল্যায়ন ও কমিউনিস্ট পার্টির উপস্থিত কর্তব্যাবলী সম্পর্কেও তাঁদের মধ্যে মতৈক্য রয়েছে।

আট বছরেরও বেশী কাল ধরে কমিউনিস্ট পার্টির কোনো কর্মসূচি ছিল না ; অর্থাৎ যে বুনিয়াদী দলিলের উপরে ভিত্তি করে কমিউনিস্ট পার্টি তার কাজকর্ম পরিচালনা করে, সেই বুনিয়াদী দলিলটিই ছিল না। সপ্তম কংগ্রেস এই গুরুতর ত্রুটির নিরাকরণ করে এবং সর্বসম্মত ভাবে কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচি গ্রহণ করে। যে খসড়া কর্মসূচিটি কংগ্রেসে আলোচনার জন্য উপস্থাপিত হয়, সেটি ইতিপূর্বে ছ-মাসেরও বেশী কাল ধরে পার্টির সমস্ত স্তরে - ইউনিটে ইউনিটে, তালুক, জিলা ও রাজ্য সম্মেলনগুলিতে গভীর ভাবে আলোচিত হয়েছে। ডেলিগেটরা এই সব সম্মেলন থেকেই নির্বাচিত হয়ে আসেন আর এই কারণেই খসড়ার উপরে তিন দিন ব্যাপী আলোচনা চলে খুবই সুশৃংখল ভাবে। খসড়া কর্মসূচির আলোচনা থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে ব্যাপারটি বেরিয়ে আসে সেটি হচ্ছে কর্মসূচির মৌল বক্তব্যগুলি সম্পর্কে সকলের ঐক্যমত। ১৯৪৭ সালে ক্ষমতা হস্তান্তরের পরে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তার মূল্যায়ন সম্পর্কে কোনো মতপার্থক্য দেখা যায় না। সরকার তথা রাষ্ট্রের চরিত্র সম্পর্কে, সরকার যে আধা উপনিবেশতন্ত্র ও সমান্ত্রতন্ত্রের অবশেষগুলিকে চুরমার না করে দিয়ে একটি ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেষ্টা করছে এবং বর্তমান জগতে এই ধারায় বিকাশের সম্ভাবনা যে একান্ত সীমাবদ্ধ সে সম্পর্কে, একচেটিয়া কারবারের অগ্রগতির এবং বেসরকারী ও সরকারী এলাকায় বৈদেশিক মূলধনের অনুপ্রবেশের ফলাফল কি - সে সম্পর্কে, বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে, এই সরকারের জায়গায় জনগণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা সম্পর্কে, ভারতকে সংকট, দারিদ্র ও বেকারির বেড়াজাল থেকে মুক্ত করবার উদ্দেশ্যে এই সরকার যে-সব দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেবে - সে সম্পর্কে, সামাজিক পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসাবে কাজ করবে যে গণতান্ত্রিক মোর্চা সেই গণতান্ত্রিক মোর্চার গঠন সম্পর্কে - কর্মসূচির এই সব কয়টি বুনিয়াদী উপাদান সম্পর্কেই পরিপূর্ণ ঐক্যমত পরিলক্ষিত হয়।

কংগ্রেসের আগে যে ধৈর্যশীল ও ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছিল তা থেকে দেখা যায় যে কর্মসূচি সম্পর্কে কমরেড ই.এম.এস.নাম্বুদিরিপাদ এবং অন্যান্যের মধ্যে যে মতপার্থক্য তাকে অত্যন্ত অতিরঞ্জিত করা হয়েছিল। একমাত্র যে মতপার্থক্যটি থেকে যায় তা এই যে বৃহৎ বুর্জোয়াবর্গের কোন এক বা একাধিক অংশ - সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে দ্বন্দ্বের সম্ভাব্য কারণে - জনগণতান্ত্রিক মোর্চায় যোগ দিতে পারে কি পারে না, সে সম্পর্কে কমরেড নাম্বুদিরিপাদ কোন চূড়ান্ত মনোভাব গ্রহণ করতে চান না। বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় যে এমনকি তিনিও এটা নিশ্চিত করে বলেন নি যে বৃহৎ বুর্জোয়াবর্গের কোন অংশ অবশ্যই জনগণতান্ত্রিক মোর্চার দিকে আকৃষ্ট হবে। তিনি কেবল চেয়েছিলেন যে ব্যাপারটি আপাতত আলোচনা-সাপেক্ষ রাখা হোক।

এই ভাবে কংগ্রেস থেকে অভ্যুদিত হল রাজনীতিগত ভাবে, কর্মসূচি গতভাবে ও সংগঠনগতভাবে ঐক্যবদ্ধ এক পার্টি। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে আগামী মাসগুলিতে যখন মতাদর্শগত প্রশ্নাবলী সম্পর্কে সুশৃংখল আন্ত:পার্টি আলোচনা পরিচালিত হবে, তখন এই একই ধরনের মতৈক্যের প্রতিষ্ঠা ঘটবে।

খসড়া কর্মসূচির যেসব সংশোধন গৃহীত হয়েছে সেগুলির উদ্দেশ্য কেবল মূলগত সিদ্ধান্তগুলিকে সমৃদ্ধ করা ও সুস্পষ্ট করা কিংবা সেগুলির প্রকাশ ভঙ্গিকে উন্নততর করা। খসড়া কর্মসূচির মূলগত সিদ্ধান্তগুলি পুরোপুরি অক্ষুন্ন থেকে

গিয়েছে - এই যে ঘটনা তা থেকেই অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয় যে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সাম্প্রতিক রদবদলের দ্বারা কংগ্রেস প্রভাবিত হয় নি ; অবশ্য কিছু লোক এই ধরনের প্রচার চালাচ্ছিল। উল্টো, এই অকাট্য ঘটনা থেকেই প্রমাণিত হয় যে কমিউনিস্ট পার্টি তার রাজনীতি ও কর্মসূচি নির্ধারণ করে স্বাধীন ভাবে - আমাদের দেশের পরিস্থিতির নিজস্ব পর্যালোচনা ও মূল্যায়নের ভিত্তিতে এবং সেই পরিস্থিতিতে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ প্রয়োগের মাধ্যমে।

বেজোয়াদায় পূর্ববর্তী কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হবার সময়ে পার্টির সদস্যসংখ্যা ছিল ১,৭৬,০০০ ; বর্তমান কংগ্রেসের ডেলিগেটবৃন্দ নির্বাচিত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে ১,০৪,০০০ জন সদস্যের দ্বারা। ১৯৬৪ সালের এপ্রিল মাসে জাতীয় পরিষদের ৩২ জন সদস্য ডাঙ্গে-চক্রকে অস্বীকার করার জন্য যে আবেদন জানিয়েছিলেন, তার পরে এই ১,০৪,০০০ জন সদস্য তাঁদের সদস্যপদ রিনিউ করেছেন। এই তথ্য থেকে চূড়ান্ত ভাবে প্রমাণিত হয় যে কলকাতা কংগ্রেসই যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিত্ব করে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিত্ব করার কোন অধিকার ডাঙ্গে-চক্রের নেই।

আমরা অত্যন্ত আগ্রশীল যাতে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের পার্থক্যগুলি অতিক্রান্ত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টি হচ্ছে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের বৃহত্তর বাহিনী, আমরা সব সময়ে সতর্ক থেকেছি যাতে এই দুটির কোনটিরই বিরোধী মনোভাবে আমরা ভেসে না যাই। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে রদবদল সম্পর্কে কংগ্রেস যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে তাতে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের ঐক্য পুন:প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের যে একাগ্রতা তা প্রতিফলিত হয়েছে।

২৯শে অক্টোবর পশ্চিমবঙ্গ সরকার আমাদের ৩১জন নেতৃস্থানীয় কমরেডকে গ্রেফতার করে এবং ভারত রক্ষা আইন অনুসারে আটক করে রাখে। স্পষ্টতই এই আক্রমণ চালানো হয় এই অভিসন্ধি নিয়ে যে কমিউনিস্ট পার্টি যেন নিজেকে সঙহত করতে না পারে। কংগ্রেসের ডেলিগেটগণ এবং পশ্চিমবঙ্গের কমরেডরা এই চ্যালাঞ্জে গ্রহণ করেন। সরকারের এই প্ররোচনামূলক আক্রমণ এবং তার ফলে ব্যবস্থাদি এলামেলো হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও কংগ্রেস পূর্বনির্ধারিত কার্যসূচি অনুযায়ীই সম্পন্ন হয়। সরকারী আক্রমণে এতটুকু বিচলিত না হয়ে ডেলিগেটগণ সংকল্প সহকারে তাঁদের কর্তব্য সম্পাদন করেন - বিভিন্ন দলিল নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ৭তারিখে ৩ লক্ষাধিক নরনারীর যে সুমহান সমাবেশ হয় - যে সমাবেশে তাঁরা কংগ্রেসে গৃহীত আশু কর্তব্যাবলী ও পার্টি কর্মসূচি সম্পর্কে নেতাদের ভাষণ গভীর অভিনিবেশ সহকারে শ্রবণ করেন - সেই সমাবেশই হল আমাদের পার্টির উপরে সরকারের হামলার সর্বাপেক্ষা সমূচিত জবাব। সে দিন আর দূরে নয় যখন ডাঙ্গে-চক্র কর্তৃক বিপথ-চালিত হাজার হাজার সদস্য এবং যাঁরা এতদিন নিষ্ক্রিয় হয়েছিলেন তাঁরাও আবার কমিউনিস্ট পার্টিতে ফিরে আসবেন আর ডাঙ্গে-চক্র কেবল তাদের সাইনবোর্ডটি ছাড়া বাকি সব কিছুই হারাবে।

দু-বছরেরও বেশী কাল ধরে সরকার আর তার সহযোগীরা সারা দেশজুড়ে আমাদের বিরুদ্ধে কুৎসা ও কলংক রটনার এক বিষাক্ত অভিযান অবিশ্রাম ভাবে চালিয়ে আসছে। আমাদের বিরুদ্ধে সরকার তীব্র দমনকার্য পরিচালনা করে চলেছে। এই সব কিছুরই উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি ; তা হল একটি বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিক বিরোধীদল - যে দল তার জনবিরোধী নীতিগুলিকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে, এমন একটি দলের বিকাশ ও বৃদ্ধির পথে বাধা দেওয়া। আর ডাঙ্গে-চক্র পার্টির জীবনে অভূতপূর্ব বিপর্যয় সৃষ্টি করে সরকারের এই কর্মপ্রক্রিয়াকেই সুসম্পর্ণ করে দিয়েছে। এই সব কিছু সত্ত্বেও এবং এই সব কিছুর মধ্যেই পার্টি সদস্যবৃন্দের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সপ্তম কংগ্রেসের পেছনে সমবেত হন এবং এই কংগ্রেসকে সুবিপুল সাফল্যেমন্ডিত করেন। এই সব পার্টি সদস্য এবং অগণিত নারনারী - যাঁরা স্থানীয় জিলা ও রাজ্য সম্মেলনগুলির এবং এই কংগ্রেসের সমাপ্তি দিবসের সভা-শোভাযাত্রায় হাজারে হাজারে, লাখে লাখে অংশ গ্রহণ করেছেন, এঁরাই প্রমাণ করে দিচ্ছেন যে কমিউনিস্ট পার্টির অগ্রগতিকে রুদ্ধ করবার এবং জনগণ থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করবার সমস্ত অপচেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। ব্যর্থ হয়েছে কারণ এই সব অপচেষ্টার ভিত্তি হচ্ছে মিথ্যার বেসাতি আর কমিউনিস্ট পার্টির সমগ্র কর্মকান্ডের ভিত্তি হচ্ছে মেহনতী জনগণ ও সমগ্র ভাবে দেশের স্বার্থের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা। আমরা দৃঢ় ভাবে এই আস্থা পোষণ করি যে কর্মসূচি ও রাজনৈতিক প্রস্তাবের হাতিয়ারে বলীয়ান আমাদের এই পার্টি ক্রমেই জনগণের আরো বিরাট বিরাট অংশকে নিজের দিকে টেনে আনবে এবং ক্রমেই আরো বেশী বেশী শক্তি সঞ্চয় করবে।

কেন্দ্রীয় কমিটি,
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি

১৪ই নভেম্বর, ১৯৬৪

নব-নির্বাচিত পার্টি-নেতৃত্ব

।। কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যগণ।।

পশ্চিমবঙ্গ

কমরেড মুজাফ্ফর আহ্মেদ
,, প্রমোদ দাশগুপ্ত
,, জ্যোতি বসু
,, হরেকৃষ্ণ কোঙার

অন্ধ্রপ্রদেশ

,, পি. সুন্দরাইয়া
,, এম. বাসবপুন্নাইয়া
,, হনুমন্ত রাও
,, এন প্রসাদ রাও

কেরালা

,, ই.এম.এস. নাম্বুদিরিপাদ
,, এ.কে.গোপালন
,, সি.এস. কানারন
,, সি.কে. নয়নান
,, অচ্যুতানন্দন

পাঞ্জাব

,, হরকিষেণ সিং সুরজিৎ
,, জগজিৎ সিং লায়লাপুরি

তামিলনাদ

,, এম.আর. ভেঙ্কটরমন
,, বালসুব্রাহ্মনিয়ম
,, এন.শংকরাইয়া

পাঞ্জাব

কমরেড অচিন্ত্য ভট্টাচার্য

জম্মু

,, রামচন্দ্র স্রফ

রাজস্থান

,, মোছন পুন্নামিয়া

বিহার

,, এস.বি.শ্রীবাস্তব

উত্তরপ্রদেশ

,, শংকরদয়াল তেওয়ারী
,, শিবকুমার মিশ্র

গুজরাট

,, দিনকর মেহতা

কর্নাটক

,, এম.এ. উপাধ্যায়

উড়িষ্যা

,, বনমালী দাস

বম্বে

,, বি.টি. রণদিভে
,, কোলাহাতকর. পারুলেকর

কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল কমিশন

,, আব্দুল হালিম
,, ডা: ভাগ সিং
,, ডি. ভেঙ্কটারাও

।। পলিটব্যুরোর সদস্যগণ।।

১) কমরেড পি. সুন্দরাইয়া ২) কমরেড এম.বাসবপুন্নাইয়া ৩) কমরেড ই.এম.এস. নাম্বুদিরিপাদ
৪) কমরেড এ.কে. গোপালন ৫) কমরেড পি. রামমূর্তি ৬) কমরেড হরকিষেণ সিং সুরজিৎ
৭) কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্ত ৮) কমরেড জ্যোতি বসু ৯) কমরেড বি.টি.রণদিভে

উল্লেখযোগ্য যে কন্ট্রোল কমিশনের সদস্যসহ ৪১ জনের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। তিনজন কন্ট্রোল কমিশনের সদস্যসহ ৩৪ জনকে কংগ্রেসে নির্বাচিত করা হয়। বাকি ৭টি পদ পরে পূর্ণ করার সিদ্ধান্ত হয়।

সাধারণ সম্পাদক

কমরেড পি.সুন্দরাইয়া